দৈনিক ইনকিলাব ● 121

তারিখ 28 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ...

২১

উপজেলা পরিক্রমা

মধুখালী

ফরিদপুর, ২৭ মে (সংবাদদাতা)।— ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত এক অবহেলিত সমস্যায় জর্জরিত উপজেলার নাম "মধুখালী"। আয়তন ৮০·৮৬ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ১ লাখ ৩১ হাজার ৭শ' ৫৬ জন।

যোগাযোগ

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের অনতিদূরে অবস্থিত মধুখালী রেল গেট এবং বাস স্ট্যাণ্ড। এই বাস স্ট্যাণ্ডটি মধুখালী-ঢাকা, মধুখালী-ফরিদপুর, মধুখালী-কামারখালী, মধুখালী-বালিয়াকান্দী, মধুখালী-রাজবাড়ী রুটের একমাত্র বাস স্ট্যাণ্ড বা বিশ্রাম স্থল। প্রচুর বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি এখানে জমা হয়। তাছাড়া এখানেই "ফরিদপুর চিনি কল" (মধুখালী)-এর প্রবেশ পথ। এই উপজেলার মধ্যেই প্রবাহিত এশিয়ান হাইওয়ে রোড। এর উপর দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় চালকদের নিয়মিত হিমশিম খেতে হয়।

মধুখালী উপজেলার পাশ দিয়ে মধুমতি নদী প্রবাহিত। আর কামারখালী নামক স্থানে রয়েছে ফেরিঘাট। নদীর অগভীরতার ফলে মাঝে চর সৃষ্টি হয়। আর এতে ফেরী চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

চিকিৎসা

৮টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৩টি ইউনিয়ন হেল্‌থ সাব সেন্টার রয়েছে। লোকসংখ্যার তুলনায় হেল্‌থ সাব সেন্টার অতি নগণ্য। অনেক সময় ওষুধপত্র ঠিক মত এসব সেন্টারে পাওয়া যান না বলে অভিযোগ রয়েছে। আর তাছাড়া উপজেলার কেন্দ্রে শুধুমাত্র একটি সরকারী চিকিৎসালয় রয়েছে। সেখানে ডাক্তারের ঠিক মত উপস্থিতি না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র থাকার ফলে অনেক রোগীদের বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

শিক্ষা

মোট ৮৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে আধা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ১১টি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৫টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১টি, যা এখনও সরকারীকরণ হয়নি। বহু আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭টি। মোট বিদ্যালয়ের ১২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ প্রায় ৫ মাস কোন বেতন নিয়মিত পাচ্ছেন না। কয়েকটি বিদ্যালয় আছে যার অবস্থা খুবই করুণ। যে কোন সময়ে ধসে গিয়ে মূল্যবান জীবন অকালে ঝরে পড়ে যেতে পারে। যেমন কোড়কদী রাসবিহারী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের দেয়ালে ফাটল ধরেছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

অসহনীয় লোডশেডিং-এর ফলে উপজেলাবাসী অতিষ্ট হচ্ছেন। প্রতিদিন বিদ্যুৎ থাকেই না বললেই চলে। সন্ধ্যার পরপরই বিদ্যুৎ লাপাত্তা, এতে বাসাবাড়ী, দোকান, মিল কারখানায় ভীষণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পাড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে। আর সন্ধ্যার পরপরই বিদ্যুৎ চলে যাওয়াতে বাসা-বাড়ী, দোকান, মিল কারখানায় চুরি ডাকাতির সম্ভাবনা থাকে।